পূর্ব্বে অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রকটলীলার সময়ে যে সব লীলা হইয়াছিল এবং সেই সকল লীলাতে যে সকল পরিকর ছিলেন, তৎসম্বলিতরূপে ধ্যান করিবে। অর্থাৎ শ্রীভগবান মানবনেত্রের গোচর হইয়া যে যে পরিকরের সঙ্গে যে সকল লীলা করিয়াছিলেন, সেই সেই লীলা ও সেই সেই পরিকর অপ্রকট লীলাতেও আছেন। তারা সাধকের কল্পনাময় নহে, পারমার্থিক সত্যরূপেই আছেন। যেহেতু শ্রীভগবানের প্রকট অবতার সময়ে যে সকল লীলা এবং যে সকল পরিকর আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সময়ও মানবনেত্রের অগোচর হইয়াও সেই ধামেই সেইপ্রকার অসংখ্যলীলা এবং পরিকর বিদ্যমান আছেন। অসুরগণ কিন্তু প্রকটধামে চেতনরূপে নাই। অর্থাৎ প্রকটসময়ে যেমন কংস, পুতনা প্রভৃতি অসুরগণ প্রতিকূলভাবে লীলার সহায়তা করে, শ্রীভগবানের অকপট ধামে ঐ সকল অসুর যন্ত্রময় প্রতিমাকারে অর্থাৎ কলের পুতুলের মত আছে। কলে টিপ দিলে যেমন সেই পুতুলগুলি হাত-পা-মুখ ইত্যাদি নাড়ে, সেই-প্রকার শ্রীভগবানের যখন কৌতূকরস আস্বাদনের ইচ্ছা হয়, তখন ঐ সকল অসুর ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।১৪।৫০ শ্লোকে উল্লেখ করা আছে—শ্রীরাম-কৃষ্ণ দুই ভাই এইরূপ কৌমার বয়সোচিত বিহার দ্বারা বয়স সম্বরণ করিলেন। সেই কুমার বয়সে নিলয়ন অর্থাৎ লুকোচুরি খেলা, উপলক্ষণে বালবয়সোচিত অন্যান্য লীলাও বুঝিতে হইবে। কখনও বা অন্য অবতারের লীলাও অনুকরণ করিতেন। শ্রীরঘুনাথলীলায় সেতুবন্ধ, লঙ্কায় গমন, লক্ষণ শক্তিশেল প্রভৃতি; অন্যান্য অবতারের ক্ষীরসাগর মথন প্রভৃতি। এই সকল লীলানুকরণ আমাদের প্রাণারাধ্য শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বাল্যচরিত্র বর্ণনপ্রসঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বর্ণন করিয়াছেন। অদ্যাপি সেই স্থানগুলি বিদ্যমান রহিয়াছে। কৌতুকবশতঃ নানাপ্রকারের সেই সকল লীলার যে অনুকরণ করা হয়, তাহা ভগবৎ-সন্দর্ভে যুক্তির সহিত দেখান হইয়াছে। এস্থানে বুঝিতে হইবে—শ্রীভগবানের যখন কৌতূকবশতঃ কোনও লীলা অনুকরণ করিতে ইচ্ছা হয়, তখন শ্রীভগবানে এবং তাঁহার পরিকরবর্গে এমন একটা আবেশ আসিয়া যায়, যাহাতে শ্রীভগবান ও তাঁর পরিকরগণ সেই সেই ভাবের লীলার অনুকরণ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের অপ্রকট-ধামেও যে সকল অসুরপ্রতিমা আছে, তাহারা যখন শ্রীভগবানের কৌতুক রসের উদয় হয়, তখন তদুচিত লীলার অভিনয় করিয়া থাকে।

এক্ষণে মানসপূজার মাহাত্ম্য বর্ণন করা হইতেছে। নারদপঞ্চরাত্রে শ্রীনারায়ণবাক্যে যেরূপ উল্লেখ আছে, তাহাতে পাওয়া যায়—এই মানসপূজা উপায়ে জরা-ব্যাধি-ভয় প্রভৃতি বিনাশ হইয়া থাকে। হে মহামতে! যে জন